সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

০১। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের অধীন তদানীন্তন পকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালে 'কেন্দ্রিয় মৎস্য বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করে যার সদর দপ্তর ছিল করাচিতে। সে সময় একজন উপ-পরিচালকের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগের একটি দপ্তর চট্টগ্রামে অবস্থিত ছিল। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কেন্দ্রিয় মৎস্য বিভাগের সদর দপ্তর করাচি হতে চট্টগ্রামে স্থানান্তরের জন্য ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে গৃহিত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৫ সালে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগকে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করা হয়। পরে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের হওয়ার পূর্বেই ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগকে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। পুনরায় ১৯৮৪ সালে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগকে মৎস্য অধিদপ্তর এর সহিত একীভূত করা হয়।

০২। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের উদ্দেশ্যঃ

দক্ষিণে টেকনাফ হতে পশ্চিমে সাতক্ষীরা পর্যন্ত ৭১০ কি.মি. উপকূলীয় তটরেখা এবং বেজলাইন (১০ ফ্যাদম গভীরতা) থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল বিস্তৃত। মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিমন্ডলভূক্ত। এ বিশাল এলাকার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আহরণের নীতিমালা বাস্তবায়ন, সামুদ্রিক পরিবেশে সংরক্ষণ, বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান নিয়ন্ত্রণ, মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নই সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর স্থাপনের উদ্দেশ্য।

০৩। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কার্যাবলীঃ

১। বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং আহরণ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
২। ফিশিং লাইসেন্স/সমুদ্র যাত্রা প্রদান।
৩। সকল মৎস্য নৌযান পরিচালনা ও পরিবীক্ষণ।
৪। মৎস্য নৌযানের সম্পদ আহরণ তথ্যাদি সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষণ।
৫। মৎস্য ট্রলারের জাল আমদানীতে সহায়তাকরণ।
৬। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা বাস্তাবায়নে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।
৭। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রক্ষাকরণ।
৮। উপকূলীয় অঞ্চলে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক অবতরণকৃত মাছের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আহরণকৃত মৎস্যের তথ্যাদি সংকলন ও প্রতিবেদন তৈরীকরণ।
৯। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত দেশসমূহে মাছ রপ্তানীর নিমিত্ত IUU catch certificate ইস্যু।
১০। সময় সময় অর্পিত সরকার কর্তৃক অন্যান্য দায়িত্ব পালন।